بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ১৯ মার্চ্চ ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উসমান (রা.)এর স্মৃতিচারণ চলছিল। তাঁর শাহাদাত এবং শাহাদাত পরবর্তী ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন। নৈরাজ্যবাদীরা হযরত উসমান (রা.)কে শহীদ তো করেছিল-ই, তাঁর মরদেহ দাফন করার বিষয়েও তাদের আপত্তি ছিল আর তিন দিন পর্যন্ত তাঁকে দাফন করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে সাহাবীদের একটি দল সাহস করে রাতের বেলায় তাঁকে দাফন করেন।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা মহানবী (সা.) একটি বাগানে প্রবেশ করেন আর আমাকে বাগানের দরজায় পাহারা দেয়ার আদেশ দেন। ততক্ষণে এক ব্যক্তি এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চায়। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি দেখলাম, তিনি ছিলেন হযরত আবুবকর (রা.)। এরপর আরেক ব্যক্তি আসে এবং বাগানের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চায়। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আসতে দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি দেখলাম, তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা.)। এরপর আরো এক ব্যক্তি আসেন এবং বাগানে প্রবেশের অনুমতি চান। তখন তিনি (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। অতঃপর বলেন, তাকে আসতে দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। তবে সে একটি বড় বিপদে নিপতিত হবে। আমি দেখলাম, তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদ পাহাড়ে আরোহন করেন। তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন হযরত আবুবকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)। উহুদ পাহাড় কাঁপছিল। তিনি (সা.) বলেন, হে উহুদ! থাম। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত মহানবী (সা.) নিজ পা দ্বারা মাটিতে আঘাতও করেছিলেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমার বুকে এক নবী, এক সিদ্দিক এবং দু'জন শহীদ অবস্থান করছেন। হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক (আসন্ন) নৈরাজ্যের উল্লেখ করে বলেন, এই ব্যক্তি সেই নৈরাজ্যের সময় অত্যাচারিত অবস্থায় নিহত হবে। হযরত উসমান (রা.)এর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি (সা.) এ কথা বলেছিলেন।

হযরত আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি আমাদেরকে হযরত উসমান (রা.) এর বিষয়ে কিছু বলুন। হযরত আলী (রা.) বলেন, তিনি তো এমন মানুষ ছিলেন

যিনি ঊর্ধ্বলোকেও 'যুন্নুরাইন' হিসাবে আখ্যায়িত হতেন; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতেও তিনি যুন্নুরাইন ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.) আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) যখন হযরত উসমান (রা.)এর শাহাদাতের সংবাদ পান তখন তিনি বলেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, অথচ তিনি তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী এবং তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, আমি আমার মহা প্রতাপান্বিত প্রভু-প্রতিপালকের নিকট দোয়া করেছি যেন তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে আগুনে প্রবেশ না করান, যে আমার জামাতা বা আমি যার জামাতা।

তিনি খর্বাকৃতিরও ছিলেন না, আবার খুব লম্বাও ছিলেন না। তাঁর মুখাবয়ব ছিল খুব সুন্দর, ত্বক কোমল, দাঁড়ি ঘন ও লম্বা, গায়ের রং গোধূম বর্ণ, অস্থিসন্ধি দৃঢ় এবং প্রশস্ত কাঁধ আর মাথার চুল ছিল ঘন। তিনি দাঁড়িতে হলুদ কলপ লাগাতেন। মূসা বিন তালহা বর্ণনা করেন, হযরত উসমান মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সুদর্শন ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) **'আশারায়ে মুবাশ্বেরা'** অর্থাৎ দশজন (জান্নাতের) সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জান্নাতে মহানবী (সা.)এর সাথে হযরত উসমান (রা.)এর সাহচর্য সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর একজন করে ঘনিষ্ঠ সাথী হয়ে থাকে। জান্নাতে আমার ঘনিষ্ঠ সাথী হবেন হযরত উসমান (রা.)। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা একবার মহানবী (সা.)এর সাথে একটি বাড়িতে মুহাজেরদের একটি দলের সাথে অবস্থান করছিলাম যেখানে হযরত আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন অওফ এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সমপর্যায়ের ব্যক্তির সাথে দণ্ডায়মান হও। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উসমান (রা.)এর পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং তার সাথে কোলাকুলি করে বলেন, اَنتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَوَلِيِّ فِي الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ তুমি এই পৃথিবীতেও আমার বন্ধু এবং পরকালেও।

মহানবী (সা.)এর জীবদ্দশায় মসজিদ নববীর সম্প্রসারণের কাজ হয়েছিল, তাতেও হযরত উসমান (রা.) অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। প্রথম হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাস মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে মহানবী (সা.) স্বয়ং তাঁর পবিত্র হাতে মসজিদ নববীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মসজিদ নববীর নির্মাণ কাজ প্রথম হিজরী সনের শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্পন্ন হয়। মহানবী (সা.) এর যুগে সপ্তম হিজরী সনের মহর্‌রম মাস মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে মসজিদ নববীর প্রথম সম্প্রসারণ কাজ হয়। যখন মহানবী (সা.) খায়বারের সফল অভিযানের পর ফিরে আসেন, তখন তিনি (সা.) মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন। মসজিদ কিবলার দিকে বা দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করা হয়নি, বরং বেশিরভাগ সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছিল উত্তর দিকে আর কিছুটা পশ্চিম দিকেও। উত্তর দিকে সাহাবীদের কিছু ঘর ছিল। এই দিকে একজন আনসারী সাহাবীরও ঘর ছিল যার নিজের ঘর ছেড়ে দিতে কিছুটা দ্বিধা ছিল। যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) নিজের পকেট থেকে দশ হাজার দিরহাম মূল্য দিয়ে সেই ঘর ক্রয় করে নেন এবং মহানবী (সা.)এর সমীপে উপস্থাপন করেন। এভাবে মসজিদ নববীর বেশির ভাগ সম্প্রসারণ উত্তর দিকে ও পশ্চিম দিকে করা সম্ভব হয়।

হযরত উমর (রা.)এর যুগে, সপ্তদশ হিজরী সনে মসজিদ নববীর দ্বিতীয়বার সম্প্রসারণ কাজ হয়। হিজরী ২৪ সনে হযরত উসমান (রা.) যখন খলীফা নির্বাচিত হন তখন মানুষ তার কাছে মসজিদ নববীর সম্পসারণের জন্য আবেদন করে। তারা মসজিদের প্রাঙ্গন ছোট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করে। এজন্য হযরত উসমান (রা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। সবাই এই মত প্রকাশ করেন যে, পুরোনো মসজিদ ভেঙে এর স্থলে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হোক। একদিন যোহরের নামাযের পর হযরত উসমান (রা.)

বলেন, আমি এ মসজিদটি ভেঙে এর স্থলে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি মহানবী (সা.)এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি যে ব্যক্তিই মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্‌তা'লা তাকে জান্নাতে একটি ঘর দান করেন। আমার পূর্বে হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন আর তাঁর হাতে মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ আমার জন্য এক দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ। এছাড়াও আমি বিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছি আর তাদের সর্বসম্মত মত হলো, মসজিদ নববীকে ভেঙে সেটিকে পুনরায় নির্মাণ করা উচিত। হযরত উসমান (রা.) নতুনভাবে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা উত্থাপন করলে কিছু সাহাবী এ বিষয়ে তাদের আপত্তি উত্থাপন করেন। মসজিদ ভাঙা উচিত হবে না বলে তারা অভিমত রাখতেন। মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) ২৯ হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মোতাবেক ৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাজের উদ্বোধন করেন। নতুন (মসজিদ) নির্মাণের ক্ষেত্রে কেবল ১০ মাস সময় ব্যয় হয় আর এভাবে ৩০ হিজরী সনের পহেলা মহর্‌রম মসজিদ নববী প্রস্তুত হয়ে যায়। তিনি নিজে কাজের তদারকি করতেন। সর্বদা দিনের বেলা রোযা রাখতেন এবং রাতের বেলা ঘুমের কারণে বাধ্য হলে মসজিদ নববীতেই বিশ্রাম করতেন। হযরত উসমান (রা.) মসজিদ নববীকে দক্ষিণে কিবলার দিকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং এর কিবলার দেয়াল সে জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন যেখানে তা আজও বিদ্যমান। হযরত উসমান (রা.)এর যুগে মসজিদের দরজার সংখ্যা ছিল ৬টি। প্রথমবার মসজিদ নববীতে পাথর খোদাই করে তাতে কারুকার্য করা হয় এবং এর চুনকাম করানো হয়। কিবলার জায়গাও সেটির বরাবর ততদূরই এগিয়ে নিতে হয় যতদূর কিবলামুখি দেয়াল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটি ঠিক সেই স্থান ছিল যেখানে বর্তমানে আমরা উসমানী মেহরাব দেখতে পাই। সেখানে প্রতীকি মেহরাবও বানানো হয়েছিল। কাদামাটির পরিবর্তে তিনি নুড়িপাথর ব্যবহার করিয়েছিলেন আর পাথর নির্মিত স্তম্ভগুলোর ভেতরে সীসার রড ব্যবহার করা হয়েছিল। এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল যেন নতুন স্তম্ভগুলো ঠিক সেই স্থানেই বসানো হয় যেখানে মহানবী (সা.)এর পবিত্র যুগে খেজুরগাছের স্তম্ভগুলো ছিল। যেহেতু হযরত উমর (রা.)এর শাহাদাত নবীজীর মেহরাবে নামাযের ইমামতি করার সময় হয়েছিল, তাই ভবিষ্যতে যেন এমন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য হযরত উসমান (রা.) মেহরাবের স্থানে একটি 'মাকসূরা'ও (অর্থাৎ মসজিদে মুসল্লিদের সারির সামনে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান, যেখানে মিম্বর থাকে) নির্মাণ করান যা মাটির ইট দিয়ে নির্মিত ছিল এবং এতে গরাদ ও ছিদ্র রাখা হয়েছিল যাতে মুক্তাদিরা নিজেদের ইমামকে দেখতে পায়। এটি প্রথম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল যা মসজিদ নববীতে নির্মাণ করা হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমানকে আমি হযরত সুলায়মানের সাথে তুলনা করি, তাঁরও ভবন নির্মাণের খুব শখ ছিল। মসজিদ কারুকার্যখচিত ও পাকা অট্টালিকাই হতে হবে তা আবশ্যক নয়, বরং কেবল জমি ঘিরে নেয়া প্রয়োজন এবং সেখানে মসজিদের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া উচিত আর বাঁশ বা তদ্রুপ ছাউনি জাতীয় কিছু দিয়ে দাও যেন (রোদ)বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। খোদা তা'লা কৃত্রিমতা পছন্দ করেন না। মহানবী (সা.)এর মসজিদ কয়েকটি খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল আর সে ধারাই অব্যহত থাকে। পরবর্তীতে হযরত উসমানের যেহেতু অট্টালিকা নির্মাণের আগ্রহ ছিল, তাই তাঁর যুগে তিনি এটিকে পাকা করিয়েছিলেন। আমি মনে করি, ছন্দের দিক থেকে হযরত সুলায়মান (আ.) ও হযরত উসমান (রা.)এর নামের মিল আছে, হয়ত এই সামঞ্জস্যের কারণেই এসব কাজে তাঁর আগ্রহ বা শখ ছিল।

সর্বপ্রথম ইসলামী নৌবাহিনীর জাহাজ বা নৌবহর ২৮ হিজরী সনে হযরত উসমান (রা.)এর যুগে গঠন করা হয়। আমীর মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান প্রথম সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালে সামুদ্রিক যুদ্ধ করেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, রেওয়ায়েত অনুসারে, চারিত্রিক দিক থেকে মহানবী (সা.)এর সাথে হযরত উসমান (রা.)এর সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য ছিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর মেয়ের কাছে এমন সময় আসেন যখন তিনি

হযরত উসমান (রা.)এর মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, হে আমার কন্যা! আবু আব্দুল্লাহ্, অর্থাৎ উসমানের সাথে উত্তম আচরণ করবে। কেননা চারিত্রিক দিক থেকে তিনি আমার সাথে আমার সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখেন। হযরত ইয়াহিয়া বিন আব্দুর রহমান বিন হাতেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর সাহাবীদের মধ্যে কোন বিষয়কে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.)এর চেয়ে উত্তম কাউকে দেখি নি, যদিও তিনি বেশি কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর কন্যার সমীপে উপস্থিত হই, যিনি ছিলেন হযরত উসমান (রা.)এর স্ত্রী আর তার হাতে ছিল চিরুনি। তিনি বলেন, এইমাত্র আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমার কাছ থেকে গিয়েছেন আর আমি তাঁর মাথায় চিরুনি করেছি। তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আবু আব্দুল্লাহ্ হযরত উসমানকে তুমি কীরূপ দেখ? আমি নিবেদন করি, অতি উত্তম। তিনি (সা.) বলেন, তুমিও তার সাথে সম্মানপূর্ণ আচরণ করবে, কেননা তিনি আমার সাহাবীদের মাঝে চারিত্রিক দিক থেকে আমার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখেন। হযরত উসমানের এই স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ করছি।

হুযুর আনোয়ার খুৎবা জুম্মা শেষে আহমদ বখশ সাহেবের পুত্র মুবাশ্বের আহমদ রিঙ্গ সাহেব, মুনীর আহমদ ফর্‌রখ সাহেব প্রাক্তণ আমীর সাহেব জেলা ইসলামাবাদ, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ লতীফ সাহেব প্রাক্তণ আমীর জেলা রাওয়ালপিণ্ডি। প্রভৃতি মরহুমীনগণের উন্নত চারিত্রিক গুনাবলীর বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমীনদের প্রতি ক্ষমা এবং দয়াসুলভ আচরণ করুন, সকল প্রয়াতের মর্যাদা উন্নীত করুন আর তাদের বংশধরদের মাঝেও তাদের পুণ্যকাজের ধারা বহমান করুন। (আমীন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
19 March 2021

Makeup & Distribute FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

সত্যের সন্ধানে

২৫ মার্চ্চ থেকে ২৮ মার্চ্চ ২০২১ চারদিন ব্যাপি পুনঃরায় 'সত্যের সন্ধানে' এম.টি.এ তে শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন ভারতীয় সময়ানুযায়ী সন্ধ্যে সাড়ে ৭ টায় শুরু হচ্ছে। শুধুমাত্র আজ ২৬ মার্চ্চ শুক্রবার হুজুরের লাইভ খুৎবা শেষে রাত্রি আট-টায় শুরু হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে *amjbirbhum@gmail.com*-এ রিপোর্ট পাঠানোর জন্য মোয়াল্লিম/মোবাল্লিগ সাহেবদের নিকট নিবেদন রইল।

সেখ মহাম্মদ আলী
জেলা মুবাল্লীগ ইনচার্য, বীরভূম